গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'নৈতিকতা কমিটি'র প্রথম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন** **সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ**
তারিখ	:	**২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২**
সময়	:	**বেলা ১:৩০ মিনিট**
স্থান	:	**অনলাইন সিস্টেম।**
উপস্থিত সদস্য	:	**রেকর্ডেড।**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। প্রারম্ভিক আলোচনায় সভাপতি বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানের জনবলের নৈতিক উন্নয়ন ও আচরণগত ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধির প্রয়াসে শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। আর নৈতিকতা কমিটির সভা হচ্ছে শুদ্ধারচার বাস্তবায়ন মনিটরিংয়ের অন্যতম হাতিয়ার। সভাপতির প্রশ্নের জবাবে উপসচিব (প্রঃ ৩) জানান যে, ১ম কোয়ার্টারে যে ৬টি সুচক বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল তার সকল সূচক বাস্তবায়ন হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-৩)'কে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (প্রশাসন-৩) নৈতিকতা কমিটির বিগত সভার সিদ্ধান্ত এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন।

০২। সভায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপনকালে সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত। তবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ নির্ধারিত রেখে ৩টি কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। সে আলোকে এ বিভাগ হতে শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে শিল্প ক্ষেত্রে গ্যাসের অপব্যবহার রোধকল্পে ১৫০টি ইভিসি মিটার স্থাপন, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কো: লি: এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লি: এর আওতাধীন এলাকা ১০০% অবৈধ গ্যাস সংযোগমুক্তকরণ এবং জ্বালানি তেলের ভেজাল রোধকল্পে ৫টি ডিপো/পেট্রোল পাম্পের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করেছে।

০৩। অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) বলেন শিল্প ক্ষেত্রে গ্যাসের অপব্যবহার রোধকল্পে ১৫০টি ইভিসি মিটার স্থাপন, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কো: লি: এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লি: এর আওতাধীন এলাকা ১০০% অবৈধ গ্যাস সংযোগমুক্তকরণ অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কো: লি: এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লি: এর আওতাধীন এলাকা ১০০% অবৈধ গ্যাস সংযোগমুক্তকরণের পরিবর্তে ৯৫% নির্ধারণের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া, শিল্প ক্ষেত্রে গ্যাসের অপব্যবহার রোধকল্পে ১৫০টি ইভিসি মিটার স্থাপনের বিষয় যথাযথভাবে মনিটর করার বিষয়ে আলোচনা হয়। যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) জ্বালানি তেলের ভেজাল রোধকল্পে যে ৫টি ডিপো/পেট্রোল পাম্পের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে ৫টি ডিপো/পেট্রোল পাম্প নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে ৩টি ডিপো রয়েছে। ডিপোর পরিবর্তে পেট্রোল পাম্প নির্ধারণ করা হলে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ হবে। অপারেশন উইং হতে আগামী ০৭(সাত) দিনের মধ্যে ৫টি পেট্রোল পাম্পের নামের তালিকা প্রেরণ করার বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়।

০৪। কমিটির সদস্য-সচিব সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিম্নবর্ণিতভাবে প্রমাণক প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে:

"মন্ত্রণালয়/বিভাগের টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহনসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে এ সংক্রান্ত একটি প্রত্যয়নপত্র এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ দপ্তর/সংস্থার গাড়ি ব্যবহার করেন না বা বিধিবহির্ভূতভাবে প্রকল্পের গাড়ি ব্যবহার করেন না মর্মে আরেকটি প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগের সরকারি যানবাহন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র স্বাক্ষর করবেন। যে সকল কর্মকর্তা সুদমুক্ত ঋণে গাড়ি ক্রয় করেছেন তারা মন্ত্রণালয়/বিভাগের টিওএন্ডইভুক্ত গাড়ি ব্যবহার করেন না মর্মে প্রত্যয়নপত্র সিনিয়র সচিব/সচিব মহোদয়ের নিকট দাখিল করবেন। উভয় প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব প্রতিস্বাক্ষর করবেন। প্রতিস্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র অর্থবছর শেষে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার চূড়ান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদনের সাথে প্রমাণক আকারে দাখিল করতে হবে।"

সভায় যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদনে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) স্বাক্ষর এবং সিনিয়র সচিব প্রতিস্বাক্ষর করবেন মর্মে আলোচনা হয়। বর্ণিত বিষয়ে প্রশাসন-১ অধিশাখাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আগামী ০৭ দিনের মধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৫। সভায় নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুবিধার্থে প্রতিটি কোয়ার্টারের প্রথমেই নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় বলা হয়, যেহেতু নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হয়। সেহেতু নৈতিকতা কমিটির সভা প্রতিটি কোয়ার্টারের প্রথমে করা হলে এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ঐ কোয়ার্টারেই করা সম্ভব হবে। আর যে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন দীর্ঘমেয়াদী হবে তা ফলোআপ করা সম্ভব হবে। সভায় ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং পিএসসি সভা আয়োজনের বিষয়েও আলোচনা হয়। আলোচনায় জানানো হয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত সকল কর্মসূচিই যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

০৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) এ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তেলের ভেজাল রোধকল্পে যে ৫টি ডিপো/পেট্রোল পাম্পের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত ছিল সে ৫টি ডিপো/পেট্রোল পাম্পের পরিবর্তে ৫টি পেট্রোল পাম্প নির্ধারণ করতে হবে। এবং এ বিভাগের অপারেশন উইং হতে ৫টি পেট্রোল পাম্পের তালিকা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রশাসন-৩ অধিশাখায় প্রেরণ করবে;

(খ) যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে প্রশাসন-১ অধিশাখাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আগামী ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে;

(গ) ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতি কোয়ার্টারের প্রথম মাসে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে;

(ঘ) শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকলকে আন্তরিকতার সাথে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

০৭। অতঃপর আর কোনো আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৫/০৯/২০২২
(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সিনিয়র সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

নং-২৮.০০.০০০০.০১৩.০৫.০১৮.২০ ১০৫

তারিখ: ১৮ আশ্বিন, ১৪২৯ / ০৩ অক্টোবর, ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে):

০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
০২। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, বিপিআই/বিএমডি/হাইড্রোকার্বন ইউনিট/জিএসবি, ঢাকা।
০৪। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৫। সচিব, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, কাওরান বাজার, ঢাকা।

অনুলিপি:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (দৃ: আ: উপসচিব, শুদ্ধাচার অধিশাখা)।
০২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

(মোল্লা মিজানুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ২২৩৩৮৯০৫৮